জনকণ্ঠ

তারিখ 24 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শাবিতে ফের বিতর্কিত নিয়োগ প্রক্রিয়া ॥ মূল যোগ্যতা রাজনৈতিক পরিচয়

সাঈদ আব্দুল্লাহ যীশু, শাবি থেকে ॥ আবারও বিতর্কিতভাবে নিয়োগ দেয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাজেটে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও চালানো হচ্ছে ১৮ শিক্ষক, ৫ কর্মকর্তা ও ১০ কর্মচারী নিয়োগের তৎপরতা। আঞ্চলিকতা ও রাজনৈতিক পরিচয়কেই বিবেচনা করা হচ্ছে প্রার্থীর প্রধান যোগ্যতা হিসাবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনিয়মটি ঘটতে যাচ্ছে গণিত বিভাগের শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। এই অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এর আগে ২০০৫ সালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ ১২৪ শিক্ষক, ৪১ কর্মকর্তা, ৬১ তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও মাস্টার রোলে ৪৬ কর্মচারী নিয়োগ দেন। ধারণা করা হচ্ছে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সামনে রেখে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গণিত বিভাগে ছাটিজনিত শূন্যপদে দু'জনসহ মোট ৩ শিক্ষক নেয়া হচ্ছে। বুধবার এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তবে ডিসির পছন্দের দু'জন লোককে নেয়া হবে বলে আগে থেকেই ঠিক করা আছে। এদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক এবং গঠিত বিভাগের শিক্ষক ড. সাজেদুল করিমের ছোট ভাই মতিউর রহমান এবং অন্যজন তাঁরই ভাতিজা রেজওয়ান আহমদ শাওন। মতিউর রহমান অনার্স মাস্টার্সে মেধা তালিকায় যথাক্রমে ৫ম ও ৫ম এবং রেজওয়ান আহমদ শাওন মেধা তালিকায় যথাক্রমে ৩য়

ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ

এবং ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। এক্ষেত্রে অধিকতর মেধা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। মেধা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের একজন নাম না প্রকাশের শর্তে জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, মেধা ও অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকলেও কমিটি আমাদের নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে না। চলতি মাসেই কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে শাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর এই নির্বাচন সামনে রেখে নিয়োগের ব্যাপারে দলীয় পরিচয়টিকেই বড় করে দেখছেন তিনি।